সবজি বিপ্লব মাঠে মাঠে

০ চোখ ধাঁধানো দৃশ্য

০ কৃষকদের কর্মব্যস্ততা

০ কৃষিজাত আয় বাড়ছে

মিজানুর রহমান তোতা

মাঠে মাঠে এখন সবজি আর সবজি। সে এক চোখ ধাঁধানো দৃশ্য। আবহাওয়া অনুকূলে। কৃষি উপকরণও সহজে হাতে পাওয়া যাচ্ছে। সবজি বিপ্লব ঘটাতে দারুণ ব্যতিব্যস্ত চাষীরা। হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে না কৃষি শ্রমিকদের। তাদের ফুরসত নেই একদণ্ড। মাটি নেড়েচেড়ে সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করছে আশানুরূপ। কর্মচাঞ্চল্যতা বেড়েছে বহুগুণে। বাড়ছে কৃষিজাত আয়। কৃষির সাথে জড়িত কৃষক ও কৃষি শ্রমিকরা রয়েছে বেশ ফুরফুরে মেজাজে। কৃষি এখন অগ্রগতির পথে। এতে বাড়ছে আর্থিক নিরাপত্তা। সবজি উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টির এলাকায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিত ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। একইসাথে বিস্তৃত হচ্ছে কৃষি অর্থনীতির ডালপালা। সবজিকে ঘিরে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ চলছে বহুদিন ধরে। সবজি চাষী, মাঠ শ্রমিক, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, রফতানীকারক, পরিবহন ও ভোক্তাসহ সংশ্লিষ্টরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারুণ লাভবান হচ্ছেন। সবজি উৎপাদনে অসাধারণ সাফল্যে খুশী মাঠপর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারাও। এখন ‘অফ সিজন’ অর্থাৎ বর্ষাকালেও প্রচণ্ড রিস্ক নিয়ে ও আগাম আবাদ করা শীতকালীন সবজি বাজারে উঠছে প্রচুর। ফলনও হয়েছে বাম্পার। শীতকালীন সবজি পুরোপুরি বাজারে উঠলে দাম চলে আসবে ভোক্তাদের একেবারে নাগালের মধ্যে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাঠচিত্র তুলে ধরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আজিজুল হক দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, দেশের মোট চাহিদার ৬৫ ভাগ সবজি সরবরাহ হয় এই এলাকা থেকে। শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখার জন্য চাষীরাও প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছেন। কৃষি কর্মকর্তারা চাষীদের দিচ্ছেন নতুন নতুন ফর্মুলা। যশোরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে মডেল হিসেবে ধরে দেশের অন্যান্য এলাকায়ও যেখানে ভূমি উঁচু সেখানেও সবজি আবাদ হচ্ছে। মানুষের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সবজি অত্যাবশীয় হওয়ায় ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই চাহিদা পূরণে মাঠে মাঠে সবজির আবাদও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শীতকালীন সবজি আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৯ হাজার ৩১০ হেক্টর। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১১ লাখ ৮ হাজার ৯৬০ মেট্রিক টন। সরকারী লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশী জমিতে আবাদ হয়েছে। এই অঞ্চলটিতে সবসময়ই বেশী জমিতে সবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। সূত্র জানায়, সারাদেশে শীতকালীন সবজি আবাদ চলছে ৪ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে। মোট উৎপাদন হবে ৭৬ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন সবজি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ছাড়াও রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, নওগাঁ, নাটোর, মানিকগঞ্জ ও গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর সবজি আবাদ ও উৎপাদন হচ্ছে। সূত্র মতে, আবহাওয়া অনুকূল থাকা, সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ সহজভাবে চাষীরা হাতে পাওয়ায় এবং সবজি আবাদ লাভজনক হওয়ায় চাষীরা ব্যাপকভাবে আবাদ ও উৎপাদনের দিকে ঝুঁকেছে। যশোরের বারীনগর, চুড়ামনকাঠি, আমবটতলা, সাজিয়ালি, দোগাছিয়া, তীরেরহাট, মানিকদিহী, মথুরাপুর, ছাতিয়ানতলা, সানতলা, খাজুরা, বাহাদুরপুর, হাশিমপুর, নূরপুর ও মনোহরপুর, ঝিনাইদহের বারোবাজার, কালীগঞ্জ, খালিশপুর, ভাটই, গোপালপুর, মাগুরার শালিখা, সীমাখালি, ফুলতলা ও সাত্ক্ষীরার কলারোয়াসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় সবজি এখন প্রধান ফসল হিসেবে আবাদ ও উৎপাদন হচ্ছে। তবে সারাদেশের মধ্যে এখনো দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাঠ সবজি আবাদ ও উৎপাদনে রয়েছে শীর্ষে। এই অঞ্চলের মাটি আসলে সবজি আবাদ ও উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। একটু যত্ন নিলেই সব ধরনের সবজিরই বাম্পার ফলন হয়। এ অঞ্চলের অনেক সবজি চাষী পানিতে ডুবে থাকা জমিতেও শিম উৎপাদন করে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়েছে বেশ আগে থেকেই। এখন পানিবদ্ধ জমিতে একদিকে সবজি, আরেকদিকে মাছ উৎপাদন করে বিরাট সাফল্য আনতে

সক্ষম হয়েছে। সরেজমিনে মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, সবজির মাঠে এখন সবুজ ও বেগুনীসহ নানা রঙের বাহার। মাঠে মাঠে নয়নাভিরাম দৃশ্য। বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলা, পালং শাক, লাউ, বেগুন, শিম, টমেটো, ঢেড়স, কাঁকরোল, বরবটি, চিচিঙ্গা, ঝিঙে, করলা, পুইশাক, পটল, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, উচ্ছে, লাল শাক ও সবুজ শাকসহ প্রায় সব ধরনের সবজি মাঠের পর মাঠ আবাদ ও উৎপাদন হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুল হাকিমসহ মাঠপর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সবজি উৎপাদনে এতটা সাফল্য এসেছে যে এখন আর গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন কোন পার্থক্য নেই। বারো মাসই সবজি উৎপাদন হয়। এবার গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদনেও বিরাট সফল হয়েছেন চাষীরা। সূত্র মতে, সব ধরনের সবজি বারো মাসে আবাদ ও উৎপাদন করা যায়, একথা সাধারণ সবজি চাষীরা কয়েক বছর আগেও কল্পনা করতে পারেনি। চাহিদার তাগিদে সবকিছু বদলে দিয়েছে। তবে, উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টির পরও অনেক সবজি চাষীকে পরবর্তী আবাদ করার জন্য অর্থকষ্টে পড়তে হয় কোন কোন বছরে। এবার সেই আশঙ্কা নেই। তারপরেও মধ্যস্বত্বভোগীদের লাগাম টেনে ধরার জোরদার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তা না হলে সবজির বাম্পার ফলনের সুফল উৎপাদন চাষী ও ভোক্তারা পাবেন না এমন আশঙ্কা থাকবে। বিস্তর অভিযোগ রয়েছে, মাঠ থেকে কম মূল্যে সবজি ক্রয় করে মুনাফা লুটে নেয় পাইকারী, আড়তদার ও মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা উচ্চমূল্যে বিক্রি করে থাকে। উৎপাদক চাষী ও ভোক্তাদের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে এর অবসান ঘটানো অত্যন্ত জরুরী।

যশোরের বারীনগর এলাকার লিয়াকত আলী, চুড়ামনকাঠির জয়নাল আবেদীন ও নোঙ্গরপুরের আইয়ুব হোসেনসহ কয়েকজন সবজি চাষী জানালেন, সবজিকে ঘিরে কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী গড়ে তোলার দাবী বহুদিনের। বরাবরই সেটি উপেক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া বাজারজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই সবজি চাষীরা পিছিয়ে থাকছে। সমস্যাগুলোর সমাধান হলে সবজি আবাদ ও উৎপাদনে আরো গতি সৃষ্টি হতো।

xxxxxx